হার্জ
দুঃসাহসী টিনটিন
কানভাঙা মূর্তি
আ ন ন্দ

হার্জ

দুঃসাহসী টিনটিন

কানভাঙা মূর্তি

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৯

টিনটিনের বই নিম্নলিখিত ভাষাগুলিতে প্রকাশিত হয়:

আলসাসিয়েন	কাস্টারমান
বাস্ক	এ্লকার
বাংলা	আনন্দ
বার্নিজ	এমনতালের ড্রুক
ব্রেটন	আন হিয়ার
কাতালান	কাস্টারমান
চিনা	কাস্টারমান/চায়না চিলড্রেন পাবলিশিং
কর্সিকান	কাস্টারমান
ড্যানিশ	কার্লসেন
ডাচ	কাস্টারমান
ইংরেজি	এগমন্ট ইউ কে লি./লিট্‌ল, ব্রাউন অ্যান্ড কোং
এসপারান্তো	এসপারেন্টিক্স/কাস্টারমান
ফিনিশ	ওতাভা
ফরাসি	কাস্টারমান
গালো	রু দে স্ক্রিব
গোমে	কাস্টারমান
জার্মান	কার্লসেন
গ্রিক	কাস্টারমান
হিব্রু	মিজরাহি
ইন্দোনেশীয়	ইন্দিরা
ইতালীয়	কাস্টারমান
জাপানি	ফুকুইনকান
কোরীয়	কাস্টারমান/সোল
লাতিন	এলি/কাস্টারমান
লুক্সেমবুর্গিস	অ্যাঁপ্রেমেরি স্যাঁ-পল
নরওয়েজিয়ান	এগমন্ট
পিকার	কাস্টারমান
পোলিশ	কাস্টারমান/মোতোপোল
পর্তুগিজ	কাস্টারমান
প্রভংসাল	কাস্টারমান
রোমাঁশ	লিজিয়া রোমোঁতশা
রুশ	কাস্টারমান
সার্বো ক্রোয়েশিয়ান	ডেকিয়ে নোভিন
স্পেনীয়	কাস্টারমান
সুইডিশ	কার্লসেন
থাই	কাস্টারমান
তিব্বতি	কাস্টারমান
তুর্কি	ইয়াপি ক্রেডি ইয়াইনলারি

ISBN 81-7215-574-3

প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৯৬
নবম মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১২
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯, ভারত
থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
নবমুদ্রণ প্রাইভেট লিমিটেড
ব্লক সিপি ৪, সেক্টর ৫, সল্টলেক, কলকাতা ৭০০ ০৯১, ভারত থেকে মুদ্রিত।

২০০.০০

চিত্রিত স্তম্ভ ডাহোমি

বাপেণ্ডে
মুখোশ

কাঠখোদাই
মস্তক পাচুকা

আরামবায়া
বিগ্রহ

দক্ষিণ আমেরিকার স্যান থিওডোরস প্রজাতন্ত্রে কলিফুর নদীর তীরে আরামবায়া উপজাতির বাস

বন্ধ হওয়ার সময় !
আশ্চর্য ! এর মধ্যেই পাঁচটা বেজে গেল...

ক্রিংংংং

আলসে কোথাকার ! ওঠার সময় হয়ে গেছে !

টোরিডর, এবার পাহারা দাও ! টোরিডর ! টোরিডর !

টোরিডর...তা না না... টোরিডর... সবাই তোমায় দেখছে... ভালবাসছে...

হাঁটু মোড়ো, হাত ওপরে তোলো ! হয়েছে...দাঁড়াও... বোসো...দাঁড়াও...বোসো...

এবার স্নান ; এইভাবেই সকালে ঘুম থেকে উঠতে হয় !
আটটার খবর শুরু হচ্ছে...

বর্ণনামূলক নৃতত্ত্বজাদুঘরে এক ডাকাতির খবর এইমাত্র পাওয়া গেল...গতরাত্রে উপজাতিদের উপাস্য এক দুর্লভ বিগ্রহ খোয়া গেছে...

আজ সকালে জাদুঘরের
এক কর্মচারী দেখতে পায়
বিগ্রহটি নেই ।
কর্তৃপক্ষের ধারণা চোর
রাতে গ্যালারিতে লুকিয়ে
ছিল, সকালে কর্মচারীরা
কাজে এলে পালিয়ে
গেছে । দরজা-জানলা
ভাঙা নেই...

কাল বিকেল পাঁচটা বারো মিনিটে দরোয়ান
দরজায় তালা দেয় । আজ সকাল সাতটা
চোদ্দ মিনিটে বিগ্রহটি দেখতে না পেয়ে ও
বিপদসঙ্কেত জানায়,
ঠিক ? ও কি
বিশ্বাসযোগ্য ?

নিঃসন্দেহে ! ও এখানে
বারো বছর কাজ
করছে ।

প্রিয় ডিরেক্টর,
এক বন্ধুর সঙ্গে বাজি ধরেছিলুম আপনার জাদুঘর থেকে কিছু চুরি করতে পারব।
আমি বাজি জিতেছি, তাই বিগ্রহটি ফিরিয়ে দিলুম।
আপনাদের হয়রান করেছি বলে ক্ষমা চাইছি।
ইতি
X

এই তো প্রমাণ। অভিযাত্রী ওয়াকার লিখেছেন তিনি বিগ্রহের 'যথাযথ ছবি' এঁকেছিলেন...এবং ছবি অনুযায়ী বিগ্রহের...

...ডান কান একটু ভাঙা ! সামান্য একটু অংশ নেই।

সর্বনাশা ভুল
আজ শিল্পী জ্যাকব ব্যালথাজারকে তাঁর ২১ লন্ডন রোডের ফ্ল্যাটে পুলিশ মৃত অবস্থায় দেখতে পায়। মনে হয় শিল্পী গ্যাস বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিলেন। কাঠের মূর্তি তৈরিতে শিল্পীর খ্যাতি ছিল। তাঁর সৃষ্টি আদিম ভাস্কর্যের কথা মনে করিয়ে দেয়।

খুবই অদ্ভুত দুর্ঘটনা !··· রিং থেকে গ্যাস বেরোচ্ছিল । মিঃ ব্যালথাজার যখন শুতে যান তখন গ্যাস খোলা থাকলে উনি শুনতে পেতেন, অবশ্য নেশাগ্রস্ত না থাকলে । কিন্তু উনি পান করতেন না । অতএব ওঁর মৃত্যুর পরে কেউ গ্যাস খুলে দিয়েছিল । গ্যাস হালকা ছিল, কারণ তোতাটা মরেনি । আর কেউ ধূসর ফ্ল্যানেলের পোশাক পরে সিগারেট খাচ্ছিল···

কাপড় আর সিগারেটের টুকরো মৃত ব্যক্তির নয় : কারণ উনি শুধু পাইপ খেতেন আর মখমলের পোশাক পরতেন । অতএব মিঃ ব্যালথাজার খুন হয়েছেন । তার কারণ উনি হয়তো কারও জন্য আরামবায়া বিগ্রহের মতো এক বিগ্রহ বানিয়ে দিয়েছিলেন । আর সে ওঁর মুখ বন্ধ করতে চেয়েছিল··· সে কে ? কী করে খুঁজে পাব ?

মিঃ ব্যালথাজারের তোতাটা আমিই কিনে নেব ভাবছি ।
তোতাটা ?

যদি আর দু' মিনিট আগে আসতেন ! এখনই বিক্রি করে দিলুম ! যিনি কিনেছেন তাঁকে আপনি নিশ্চয় দেখেছেন ।

আমার ভাগ্য !

ওই যে, বগলে বাক্স নিয়ে যাচ্ছেন ! উনিই কিনেছেন ।

আশা করা যাক উনি ওটা আবার আমাকে বিক্রি করবেন ।

পেটুক কোথাকার !

শুনুন !এ কেমন ব্যবহার ? আমি অপমান সহ্য করতে অভ্যস্ত নই !
মাফ করবেন ।

ঠিক আছে ! কিন্তু আবার হলে বিপদ হবে বলে দিচ্ছি !
কথা দিচ্ছি সার...

পেটুক কোথাকার !

বাঁচাও ! মারামারি হচ্ছে ...ওহ্ !!তোতাটা ! তোতাটা ! !

তোতাটা ! ! !
পেটুক কোথাকার !

বুদ্ধু ! বেকুব ! পেটুক কোথাকার ! কী করলে ! আমার সুন্দর তোতাটা পালিয়ে গেল !

ব্যালথাজারের খুনের একমাত্র সাক্ষী, এবং যে কথা বলতে পারত, হাতছাড়া হয়ে গেল !

আমার দাদু এটা দিয়েছেন। ধরতে সাহায্য করেছেন বলে অনেক ধন্যবাদ ।
এমন কিছু নয় ।

"দাদু দিয়েছেন"... মিথ্যে কথা বলল কেন ? তবে কি তোতাটা সম্পর্কে ওর আগ্রহ আমার মতো একই কারণে ?

সুপ্রভাত। কেমন আছ ?

আপনার বিজ্ঞাপন হবে : "সুন্দর একটি তোতা হারিয়েছে। খোঁজ পেলে লোভনীয় পুরস্কার।"

"তোতা কী দেখেছিল" এই নাটকে পলির পার্টটা ওর মুখে শুনতে চাই। কিন্তু তার আগে...

একটা খাঁচা কিনতে হবে। কুট্টুস, বাক্সটার দিকে নজর রাখিস। আমি এখনই ফিরে আসব...

?

টি টি !
টি টি !

পেটুক কোথাকার !
?

ও নিজেকে কী ভাবছে ? !

সর্বনাশ ! ওরা মারামারি করছে ! ...ছুটে গিয়ে পলিকে বাঁচাতে হবে !
ভৌ
গরর
টিইই

পেটুক কোথাকার !

দুটো বিজ্ঞাপন : কিন্তু তোতাটাকে নিয়ে কেউ আসেনি। তবে কি কেউ ব্যালথাজারের খুনির খোঁজ পেয়েছে ? যাই হোক, ঠিকানাটা মনে রাখতে হবে।
দুটি লোক তোতাটাকে পালাতে দেখেছে... এক মুটকু...আর এক ছোকরা...

বেচারা তোতাটা এখন কোথায় ?

ক্রিক

ক্রিক

কোনও সন্দেহ নেই... ফ্ল্যাটে চোর ঢুকেছে...

হুঁশিয়ার...ও ওখানে...

হাত তোলো !

ওহ, তুমি !
এই রে ! সেই ছোকরা, যে তোতা ধরতে চাইছিল !

চুপ কেন, কথা বলো ! তুমি তোতাটা চাইছিলে ?
হ্যাঁ । পাখিটা আমার । তুমি ওটা চুরি করেছ । আমি পুলিশকে জানাব !

সত্যি ? জানাও । ওই তো ফোন ; পুলিশকে ডাকো...

ভাঁড়ামি রেখে বলো পাখিটা সম্পর্কে এত কৌতূহল কেন ?...

আমি অপেক্ষা করছি...

?
?

হুইইই
ধপ জিং
দুম

দেখলুম তুমি ফাঁদে পড়েছ, তাই চুপচাপ উঠে এসে আলো নিভিয়ে দিয়েছি ।
ওর দিকে ছুরিটা ছুড়তে পেরেছি ।

আর একটু বাঁয়ে এলেই হয়েছিল ! টিনটিনের খেলা শেষ ! হুঁশিয়ার থাকতে হবে ! ওরা বেপরোয়া !

ছুরিটা চেয়ারে বেঁধার শব্দ শুনেছি । ও একটুর জন্য বেঁচে গেছে...
জানি,জানি...তোমার আরও চর্চা দরকার ।

সেই রাত্রে, ২১ লন্ডন রোডে...

দুম
ক্র্যাক
ক্র্যাক

ক্র্যাক
সেই মিঃ আর মিসেস ডাভ ! ওদের ঝগড়া লেগেই আছে !

আপনাদের ঝগড়া শেষ হল ?

চোপ ! আমি ব্যালথাজার !

বাঁচাও ! বাঁচাও !

ওহ, কর্নেল ! মিঃ ব্যালথাজারের ভূত ! ওর কথা শুনেছি ! উনি মিঃ ব্যালথাজার !
ভূত ? বাজে কথা ! দেখতেই পাব... চলুন, কুইক মার্চ !

লাইন করো !... গুলি ভরো ! সঙ্গিন চড়াও !

আমি ব্যালথাজার !
আর আমি কর্নেল বার্কার ! ধরা দাও ! তোমাকে ঘিরে ফেলেছি !

পেটুক কোথাকার !... আমি ব্যালথাজার !

পরদিন সকালে...

আমৃত্যু বিশ্বস্ত : একটি মিষ্টি স্বভাবের পাখি ! গত রাত্রে এক অদ্ভুত শব্দে ২১ লন্ডন রোডের বাসিন্দাদের ঘুম ভেঙে যায়। দেখা গেল...

এবার ভাগ্য আমার সহায় ! শিগ্‌গির ! একটা ট্যাক্সি !

ট্যাক্সি !

ট্যাক্সি !

হাল ছেড়ে দিচ্ছি। হেঁটেই যেতে হবে।

অ্যাঁ ? তোতাটা ? সত্যিই আপনার কপাল খারাপ। যে-ভদ্রলোক কাল ওটা কিনেছিলেন, আজ আবার তিনিই ওটা নিয়ে গেছেন...

গুণ্ডাটা আবারও আমাকে হারিয়ে দিল। আর ও তোতাটা ফিরে পেয়েছে।

হুঁশিয়ার !

বেপরোয়া ড্রাইভার ! তোমাকে চাপা দেওয়ার মতলব ছিল !
হ্যাঁ,ইচ্ছে করে গাড়ি বাঁয়ে ঘুরিয়েছিল !

লেগেছে ?
না, ধন্যবাদ । লাফ দিয়ে সরে যাওয়ার সময় পেয়েছিলুম । ফুটপাতে হোঁচট না খেলে পড়ে যেতুম না ।

ওর নম্বরটা নিতে পেরেছি... দাঁড়াও...169... হ্যাঁ,169 MW... পুলিশকে জিজ্ঞেস করলেই হবে...
169 MW ধন্যবাদ !

ওই বুদ্ধুটা হুঁশিয়ার করে না দিলে ওকে আজ শেষ করে দিতুম !
হ্যাঁ, তবে সত্যি কথাটা হল, তুমি ওকে মারতে পারোনি, আর এখন থেকেও সতর্ক হবে । ছুরিই ভাল !

সে-ক্ষেত্রে তোমাকে আরও চর্চা করতে হবে ; তোমার ছুরি সবসময় ডান দিকে সরে যায়...
শুধু একটুখানি...

এই তো... 169 MW, ডক্টর ইউজিন ট্রেবলবব, ১২০ মিনস্ট্রেল্‌স ওয়ে... বাহ্‌ !

আমি নিশ্চিত, এবার ঠিক পথে চলেছি ।

MINSTREL'S WAY
পৌঁছে গিয়েছি ।

?
169 MW

ভুল নম্বর !... লোকটি নিশ্চয় পরিষ্কার দেখতে পায়নি...

হয়তো ওরা ওদের গাড়িতে ভুয়ো নম্বর-প্লেট লাগিয়েছিল... আরে !...

!

ইউরেকা !
?

দ্যাখ, কুট্টুস ! 169 MW
এবার দ্যাখ ! এক... দুই...

তিন !... MW
691

ওরা ওদের নম্বর-প্লেটটা উলটো করে
দিয়েছিল... খুব সহজ ব্যাপার !

এবার... MW 691
... আলোনসো পেরেজ, এঞ্জিনিয়ার, সানি ব্যাঙ্ক, ফ্রেশফিল্ড... এখান থেকে দূরে নয়...চল !

সেই রাতে...

SUNNY
BANK

ঠক

যাচ্চলে !... আবার সেই অনেকখানি ডাইনে !

হা ! হা ! হা !...
যাচ্চলে ! হুপি !
হতচ্ছাড়া তোতা! থাম বলছি !

তোমাকে আর-একটু বাঁ দিকে তাক করতে হবে। তা হলেই নিশানা নির্ভুল হবে।

আচ্ছা।
আর-একটু বাঁয়ে ?
... কেন নয় ?

পেটুক কোথাকার !
চোপ ! চোপ ! হতচ্ছাড়া পাখি !

পেটুক কোথাকার ! পেটুক কোথাকার ! টিটি ! টিটি !
তবে রে ! ! !... মর তা হলে !

বুদ্ধু কোথাকার ! কী করছ ?...

যাচ্চলে !... আবার ফসকেছি !...

ঠক

হাঁদারাম ! তোতাটা আমাদের কাছে কত মূল্যবান ভুলে গেলে ? বিগ্রহটার কী হবে !

বিগ্রহ ! বিগ্রহ ! চুলোয় যাক বিগ্রহ ! এই হতচ্ছাড়া তোতার ঘাড় আমি মটকে দেবই !
শান্ত হও, র‍্যামন !

চুলোয় যাক !
হা ! হা ! হা !
পেটুক কোথাকার !

হতভাগা !

জোচ্চোর ! ডাক্তার সেজে ইউরোপে বেড়াতে আসা অছিলা, আসল মতলব ছিল বিগ্রহ চুরি... ভেবেছিল ব্যালথাজারকে খুন করে প্রমাণ লোপাট করেছে । কিন্তু তোতাটার কথা ভুলে গিয়েছিল !...ওর ঠিকানা পেয়েছি ...ওর সঙ্গে দেখা করব । ও কিছু সন্দেহ করবে না...

হেরে গিয়েছি ?...টরটিলা জাহাজে চেপে দক্ষিণ আমেরিকায় পাড়ি দিয়েছে...বোকা তোতাটা একদিন আগে কথা বললে...

বন্দরকর্মীদের ধর্মঘটের জন্য যেসব জাহাজ কাল মাঝরাতের আগে ফরাসি বন্দর লা লাভরে থেকে ছাড়বে না মনে হয়, তার মধ্যে আছে দক্ষিণ আমেরিকাগামী জাহাজ 'ভিল ডি লিয়ঁ'...

সেনর টরটিলা, এবার মজা শুরু হবে !

কয়েকদিন বাদে...
তা হলে ? এখনও পাত্তা নেই !
না, ওর টিকিও দেখা যাচ্ছে না !

হয়তো আমাদের দেখে ও কেবিনে লুকিয়ে আছে...নয়তো এই জাহাজে ও আসেইনি... সেক্ষেত্রে...
শ্‌শ্‌ ! কে আসছে !

ওকে দেখলে ?

দেখে মনে হচ্ছে...
টিনটিন, তাই না ?

না, অসম্ভব !... তা ছাড়া ও জানবে কী করে ?

শ্‌শ্‌...

অথবা ও ?

পাগলামি ! চারদিকেই টিনটিনকে দেখছি ! ওরা সবাই বেঁটে...কিন্তু তাতে কী প্রমাণ হয় ?
ঠিক ।

না, ঠিক নয় ! নিশ্চয় সে ! টুপি-পরা লোকটা ।প্লেনে আমাদের পেছনে বসে ছিল । আমাদের পিছু নিয়েছে । ও নিশ্চয়ই টিনটিন !

ঠিক আছে, একটাই উত্তর । ওকে যেতে হবে !
আজ রাতে...ডিনারের পরে, ওকে সরিয়ে দেব !

সেই সন্ধ্যায়...

মনে রেখো : একটু ডাইনে তাক করবে...

শুভরাত্রি ! ওহ্‌ !
শুভরাত্রি !

পরচুলা ! ওর মাথায় পরচুলা ! নিশ্চয় সে !
হুঁশিয়ার, ও আসছে ! ফসকালে চলবে না !

ওহ্‌ !... বাঁচাও !... খুন করলে ! বাঁচাও !

ওদের ধরো !

বাঁচাও ! বাঁচাও !
খুন করলে !

যাচ্চলে ! একটুর জন্য ! এবারও ফসকে গেল... তুমিই দায়ী... খালি বলবে "আর একটু বাঁয়ে !"

তবু এই প্রথম তুমি যেখানে তাক করেছ সেখানে ছুরি বিঁধেছে... তবে বোধ হয় ভালই হয়েছে... লোকটা টিনটিন নয় !

কিন্তু অবিকল টিনটিনের মতো... শুধু চিৎকার শুনে মনে হল ও টিনটিন নয় ।
এখনও অন্য লোকটা আছে—ওই বৃদ্ধটা ।

পরদিন সকালে...
তুমি তৈরি ? এবার বৃদ্ধটাকে দেখতে হবে...

সে !! আমাদের ওপর গোয়েন্দাগিরি করছে !
চলো, ওর পিছু নিই...

না, ওভাবে নয় । ও যে টিনটিন সে-বিষয়ে নিশ্চিত নই । ভাল ফন্দি মাথায় এসেছে । আমার সঙ্গে চলো...

বুঝলে ? ও টিনটিন হলে নিশ্চয় নকল দাড়ি পরেছে তাই...
জজজ
জজ

জ
জ
জজ

হুঁশিয়ার !... প্রায় পৌঁছে গিয়েছে... আর একটু ডাইনে... আস্তে...একটু পিছিয়ে !... এবার !

না, ও টিনটিন নয় !
এবার আমরা নিশ্চিত যে, এই জাহাজে টিনটিন নেই । এখন নীচে নেমে বিগ্রহ-সহ টরটিলার খোঁজ...
...করতে পারি !
বাহ্, আমাদের স্টুয়ার্ড...আমাদের সঙ্গে বসে একটু পান করবেন ?
ধন্যবাদ... সকালে আপনারা বেশ ফুর্তিতে আছেন দেখছি । ১৭ নম্বর কেবিনে যিনি আছেন... আপনাদেরই দেশের লোক... তিনি ঘরের বাইরে যান না...
কেন ?
অসুস্থ ?
উনি তা-ই বলেন, তবে আমি বিশ্বাস করি না । যাই হোক, জাহাজে ওঠার পর থেকে উনি কেবিনের বাইরে আসেননি... খাওয়াদাওয়াও কেবিনের মধ্যে... যাক গে, চিয়ার্স !
চিয়ার্স !
শুনলে ? ১৭ নম্বরের যাত্রী...
আর বললে বিশ্বাস করবেন না... যাত্রীটি পুরুষ নয়, মহিলা নয়... একটি ওমলেট !
?
?
হা ! হা ! হা ! দাঁড়ান... কেন তা জানেন ? কারণ ওর নাম টরটিলা আর স্পেনীয় ভাষায় টরটিলা শব্দের অর্থ...
... ওমলেট ! হা ! হা ! দারুণ !
দারুণ রসিকতা !...
এবার যেতে হবে... ক্যাপ্টেন আমাকে এখানে দেখলে বিপদ... আমি ডুবে মরি নিশ্চয় তা চান না ?
যান... আপনি খুবই হুঁশিয়ার !
কেমন দিলুম... ডুবে মরি... মানেটা বুঝলেন ?
বুদ্ধুটার জন্যই টরটিলার খোঁজ পেলুম, র‍্যামন । বিগ্রহ আমাদের !
অবশেষে !

পরদিন সকালে জাহাজ স্যান থিওডোরসের রাজধানী লাস ডেপিকোসে পৌছল ।

জাহাজে ওঠার বুদ্ধিটা খাসা... কিন্তু বিগ্রহটা এখনও ওদেরই হাতে...
চিন্তা নেই... ওটা বেশিক্ষণ ওদের হাতে থাকবে না !

... তো এই হল ঘটনা ! বেচারা টরটিলার কাছ থেকে ওরা এই বিগ্রহটা চুরি করেছিল ।এর মধ্যে কোনও বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ছে ?
হ্যাঁ, নকল মনে হচ্ছে । ডান কান ভাঙা নয় ।

ঠিক । তাই আমাদের দুটি জিনিস জানতে হবে : আসলটি কোথায়, আর ওই গুণ্ডারা সত্যি কী চায় ?

ঠক ঠক ঠক
ভেতরে আসুন ।

মিঃ টিনটিনের চিঠি, সার । পুলিশের লঞ্চ নিয়ে এসেছে ।

স্যান থিওডোর্স প্রজাতন্ত্র
বিচার মন্ত্রক
লস ডেপিকস
মন্ত্রীর অনুরোধ ধৃত দুই সন্দেহভাজনকে জেরা করতে মিঃ টিনটিন যেন মন্ত্রীকে সাহায্য করেন এবং বিগ্রহটি সঙ্গে নিয়ে জাহাজ থেকে নেমে আসেন ।

কাজ শুরু হয়েছে । আমি তৈরি হয়ে রওনা হব ।

পরে দেখা হবে ! যাত্রা শুভ হোক !
ধন্যবাদ ! চলি ।

ভুলবেন না, রাত আটটায় জাহাজ ছাড়ব ।

চিন্তা নেই. ফিরে আসব । এখানে আটকে থাকতে চাই না !

আপনি সাতটায় আমাকে এখান থেকে তুলে নেবেন ।
হ্যাঁ, সার ।

এবার শুধু সেই কর্তব্যপরায়ণ মন্ত্রীর অপেক্ষায় থাকা !

এই ! আমার সুটকেস !

আহ্‌ !... ওটা এখনও আছে...উফ !
কী ভয় পেয়েছিলুম !
ওই সে, তাই না ?
হ্যাঁ, সে-ই !
LAS DOPICOS
STATE OF EMERGENCY
আমাদের সঙ্গে আসবেন, সেনর ?
আপনারা এসে গেছেন ৷ বাহ্‌ !
সব জায়গায় সৈন্য কেন ?
বিপ্লবের গুজব শোনা যাচ্ছে...
CUARTEL DE SAN JUAN
বন্দরে পাবেন ৷ ওর সঙ্গে ছোট একটা সাদা কুকুর আছে ৷ এই চিঠিতে বিশ্বাস না হলে ওর সুটকেস খুলে দেখুন... XXX
ঠক ঠক ঠক
ভেতরে এসো !
এই সেই লোক, ক্যাপ্টেন ৷
ভাল ৷ তোমার সুটকেস খোলো !
ক্যাপ্টেন, আপনি সব কথা জানেন কিনা জানি না...দু'জন আসামিকে জেরায় সাহায্য করতে বিচারমন্ত্রী আমায় ডেকেছিলেন...
থামো ! যা বলছি তা-ই করো ! বলেছি সুটকেস খোলো !
ঠিক আছে, ক্যাপ্টেন... কিন্তু আপনার ব্যবহার সম্পর্কে অভিযোগ জানাব...
বোমা ! খবরটা ঠিক ! ও সন্ত্রাসবাদী !
!
ওকে বন্দি করে এখনই সেলে ঢোকাও...ফায়ারিং স্কোয়াডের অপেক্ষা করুক !
ক্যাপ্টেন, এটা ষড়যন্ত্র ! আমার সুটকেস চুরি করে এটার সঙ্গে বদল করেছে !
হ্যাঁ, সব জানা আছে, সেলে পুরে দাও !

প্রিয় ক্যাপ্টেন,
আপনি জানেন, ঠিক ছিল আপনার সঙ্গেই যাব । কিন্তু বিগ্রহ চুরির ব্যাপারে আমাকে এখানে কিছুদিন থেকে যেতে হচ্ছে ।
আপনার অসুবিধে ঘটিয়ে থাকলে দুঃখিত...

নিশানা করো...

থামো । গুলি ছুড়ো না !

কী হল ? শাস্তি মকুব হয়েছে ?

বন্ধুগণ ! বিপ্লব জয়ী হয়েছে ! জেনারেল ট্যাপিওকা পালিয়েছে ! মহান জেনারেল আলকাজার এখন ক্ষমতায় !

আলকাজার জিন্দাবাদ !
ট্যাপিওকা মুর্দাবাদ !
দুরাত্মা নিপাত যাক !
বিপ্লব জিন্দাবাদ !

সার, তা হলে আপনি মুক্ত...
ভাল কথা !

কর্নেল !...কর্নেল ! যাক, আপনাকে পেয়েছি ।

এসব কী হচ্ছে ?
?

ব্যাপার কী, কর্নেল ? জেনারেল ট্যাপিওকা ধরা পড়েছে ?

ধরা পড়েছে ?...ভুল, কর্নেল ! জেনারেল আলকাজারের বাহিনী আত্মসমর্পণ করেছে । আলকাজার দেশ ছেড়ে পালিয়েছে । জেনারেল ট্যাপিওকা এখন ক্ষমতায় !

ঠিক জানেন, কর্নেল ?

ঠিক । খবরটা দিতে আধ ঘণ্টা ধরে আপনাকে খুঁজছি !
তা হলে...

বন্ধুগণ ! বিপ্লব চূর্ণ হয়েছে ! অত্যাচারী জেনারেল আলকাজার পালিয়েছে ! আমরা মহান ট্যাপিওকার অনুগত সেনা !

ট্যাপিওকা জিন্দাবাদ !
আলকাজার মুর্দাবাদ !
দুরাত্মা নিপাত যাক !
বিপ্লব জিন্দাবাদ !

খুবই দুঃখিত, সার । বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাকে আগের হুকুমই তামিল করতে হবে ।
!

নিশানা করো...

গুলি ছোড়ো !
এই শেষ ! আমি মৃত !
না, মরিনি ! ওরা কীসের অপেক্ষা করছে ?
যাচ্চলে ! আমার বন্দুক বিগড়ে গেছে !
অন্তর্ঘাত !
আমারটাও, কর্নেল !
আমারও
আমাদের সিপাইদের মধ্যে বিশ্বাসঘাতক ! যাও, এক্ষুনি আরও রাইফেল নিয়ে এসো ।
মাফ করবেন, সার... যান্ত্রিক গোলযোগ...একটু অপেক্ষা করতে হবে । ততক্ষণ একটু পানীয় হলে আপত্তি আছে ?
পানীয় ?... তাতে আর আপত্তি কী ?
চিয়ারস !...গুলি খাওয়ার মুহূর্তটা বিশ্রী হলেও তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়, তাই না ? ওটাকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয় ।
ত্-তা...ঠিক ! চিয়ারস !
ওটা একটু কড়া, না ?
কড়া মনে হল ? ওটা স্থানীয় জিনিস...এই নিন আর-এক ফোঁটা...আপনার খুব উপকার হবে...
আধ ঘণ্টা পরে...
বন্ধু,আমার সিপাইরা রাইফেল নিয়ে ফিরেছে । ওদের সঙ্গে যোগ দেব ?
খুশি মনে...
আপনি ভাল লোক,কর্নেল ...আসুন, আমরা আমৃত্যু বন্ধু হই !
আমৃত্যু বন্ধু !
সিপাইরা ! হিক... তৈরি...হিক !
জেনারেল আলহামব্রা...না... জেনারেল আলকাজার দীর্ঘজীবী হোক !
দুম
দুম ! দাম ! দুম ! আমি মরে গিয়েছি !...জেনারেল আলকাজার আর টম খুড়ো জিন্দাবাদ !
এই রে... বিপ্লবীরা !
দুম
দুম
পালাও !
দুম
এখন তুমি নিরাপদ !
বহুত আচ্ছা ! তুমি আবার আমাকে গুলি করতে পারো...আলকাজারের সুতির মোজা, জিন্দাবাদ !
ও জেনারেলের বীর সমর্থকদের একজন ! ওদের বন্দুকের মুখে দাঁড়িয়েও 'জেনারেল আলকাজার জিন্দাবাদ' বলে চেঁচাচ্ছিল ।
ইয়াহু !
বীরপুরুষ জিন্দাবাদ
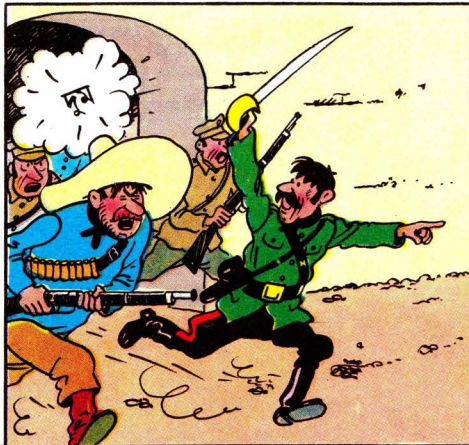
বীর জিন্দাবাদ !
হুর্‌রে !
আরে !... এ যে টিনটিন !

কর্নেল, দ্যাখো তো কী হচ্ছে... আর ওই ছেলেটাকে নিয়ে এসো। আমি কথা বলব।

তিনবার তো গুলি করেছে... চতুর্থবারে আর তফাত কী হবে ? সয়ে গেছে !!

জেনারেল, এই যে ছেলেটি। জেনারেল ট্যাপিওকা ওর মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল। ফায়ারিং স্কোয়াডে দাঁড়িয়েও আলকাজার দীর্ঘজীবী হোক' ধ্বনি দিচ্ছিল ! আমাদের সেনা ওকে বাঁচায়।

শাবাশ ! আমি জেনারেল আলকাজার। তোমার মতো লোক আমি চাই। তুমি আমার সহকারী কর্নেল নিযুক্ত হলে।
ধন্যবাদ... কিন্তু আমার হাতটা ছেড়ে দিন !

কিন্তু... ওকে কর্পোরাল বানালে ভাল হত না, জেনারেল ? আমাদের মাত্র উনপঞ্চাশজন কর্পোরাল আছে। তাই...
থামো !!

আমি সেনাপতি... যা-খুশি করব ! কিন্তু কর্পোরালের সংখ্যা কম বলছ, তাই এখন থেকে তোমাকে কর্পোরাল নিযুক্ত করলুম, কর্নেল ডায়াজ !
আচ্ছা, জেনারেল !

যুবক, এই তোমার কর্নেলের কমিশন। উর্দি বানিয়ে নাও। কর্পোরাল ডায়াজ তোমাকে দরজির কাছে নিয়ে যাবে।
বেঁচে থাক দরজি বুড়ো !

এই তরুণ বন্ধুর জন্য কর্নেলের উর্দি ?...বাহ্ ! কর্নেল ফার্নান্ডেজের জন্য বানিয়েছিলুম। জেনারেল ট্যাপিওকার সঙ্গে পালিয়েছেন... একই মাপ...কর্পোরালের উর্দি ? তাও আছে...

আমার ভবিষ্যৎ গেল। কিন্তু তোমাকে আর জেনারেল আলকাজারকে আমি দেখে নেব !

সেই রাতে...
বন্ধুগণ, স্বৈরাচারীর চাকরি ছেড়ে দিয়ে শপথ নিতে আমাদের এক নতুন সদস্য এসেছেন।

আমি আমাদের সমিতির কাছে আনুগত্যের শপথ নিচ্ছি। স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রতিজ্ঞা করছি। আমার মন্ত্র— মুক্তি অথবা মৃত্যু !

পরদিন সকালে...
নতুন সহকারী কোথায়? এখনও আসেনি?
এখনও আসেনি, জেনারেল।

এলেই ভেতরে পাঠিয়ে দেবে। হাতে কাজ আছে...
আচ্ছা, সার। সঙ্গে-সঙ্গে।

কর্নেল !...কর্নেল বনে গেলুম কী করে? কিচ্ছু মনে নেই...

যাক গে, বিগ্রহটা খুঁজতে হবে... তাই পদত্যাগ করতে হবে !

না, অসম্ভব। জেনারেল তাঁর সহকারীর অপেক্ষায় আছেন। সকালে দেখা হবে না !

ওরা !
ও !
ওহ্ !

এই যে, কর্নেল। আমার কাছে বসতে হবে। মশাইরা আজ আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে পারব না... এসো, কর্নেল !

আপাতত আমার পদত্যাগের দরকার নেই।
জেনারেল ওকে বেছে নিয়েছেন !
পাগলামি !

গোলমেলে ব্যাপার !
ওর ব্যাপারটা নতুন করে ভাবতে হবে।

এদিকে...
ওর অফিসের জানলা খোলা... এ পর্যন্ত ভাল !

অবস্থা সঙ্কটজনক...
হ্যাঁ, খুবই।

আমি দুঃখিত, ইয়োর এক্সেলেন্সি। জেনারেল অত্যন্ত ব্যস্ত। আজ সকালে দেখা হবে না...

কিস্তি, কর্নেল !
অ্যাঁ! ঠিক বলেছেন !

বিং

বিং

কর্নেল, তুমি যেভাবে আমার প্রাণ বাঁচালে, জীবনে তা ভুলব না !
না, জেনারেল, আমাদের দু'জনের প্রাণই বাঁচাতে পেরেছি...

যাচ্চলে ! সব ভেস্তে গেল !

আমাদের ধোঁকা দিয়েছে । ওর সুটকেসে যে-বিগ্রহটা ছিল, সেটা নকল । কিন্তু আসলটা কোথায় নিশ্চয় ও জানে । তাই আজ রাত্তিরে ওকে ধরে আনব...
আর আসল বিগ্রহটা কোথায় ওকে সেটা বলতে বাধ্য করব ।

সেইদিন সন্ধ্যায়...
কী হাওয়া ! রাতে ঝড় এলে...

দ্যাখো ! ও আসছে

বাঁচাও ! বাঁচাও !
ও এখনই স্বপ্নের দেশে চলে যাবে !
ভাগ !
এক ঘণ্টা বাদে...
তা হলে এই ঠিক রইল । বিগ্রহটা কোথায় বলে দিলেই ওকে একেবারে সরিয়ে দেব !
ও বড় জ্বালাচ্ছে !
ঠক
ঠক
ঠক
এসো !
ওকে ধরেছি !
ভেতরে নিয়ে এসো...
আমাদের গরিবখানায় স্বাগত, কর্নেল ! বসে একটু কথা বলুন...
চমৎকার, কর্নেল । সুটকেসে নকল বিগ্রহ রাখার বুদ্ধিটা খারাপ ছিল না... আসলটা কোথায়, এখন জানতে চাই...

আমিও তো জানতে চাই...
ঠাট্টা রাখো ! বলো, ওটা কোথায় ?
বলেছি তো, আমি জানি না ।
বলবে না ? আচ্ছা ।
আমার প্রশ্নের জবাবের জন্য তিন মিনিট সময় দেব । তারপরে আঙুলের একটু চাপ আর... ক্লিক ! ... বুঝেছ ?
গুম !
গুম !
সর্বনাশ ! ঝড়...
এক মিনিট...
যদি বাঁধনটা খুলতে পারতুম...
টিনটিন ?...ওর কী হয়েছে ?
চেষ্টা করে লাভ নেই, বন্ধু । শক্ত দড়ি, কষে বাঁধা । আমার কথা বিশ্বাস করতে পারো ।
দু' মিনিট...
ওদের যা হোক কিছু বলতেই হবে... নইলে আমার রেহাই নেই ।
আর তিরিশ সেকেন্ড বাকি...
আচ্ছা, বিগ্রহ কোথায় বলছি...
বাহ্ ! জানতুম সুমতি হবে । ওটা কোথায় আছে ?
ওটা... ইয়ে .... ভিল ভি লিয়ঁ-তে আমার বাক্সে ।
ধন্যবাদ.... শুধু এটাই জানতে চেয়েছিলুম ।
তোমাকে আর দরকার নেই ! প্রার্থনা করো ! তুমি মরতে চলেছ !
জলদি করো, অ্যালোনসো । জানো তো মৃত্যুদণ্ড আমার সহ্য হয় না...

?!?
?!

জলদি ! ও নিশ্চয় জানলা দিয়ে পালিয়েছে !

ওখানে ! রাস্তায় যাওয়ার চেষ্টা করছে !

ও কাছেই আছে...

!?!?

ওখানে ! দেখলেই নারকেল !

লক্ষ্মী কুট্টুস !
তুই আছিস ।
জেলখানা
সুপ্রভাত ! আপনার কিছু অতিথি এনেছি !
দশটা, এখনও ওর দেখা নেই !
এখনই জেনারেলের কাছে ফিরে যেতে হবে।
ঠক
ঠক
ঠক
ঠক
ভেতরে এসো !
ডিনামা
সব ঠিক....শুধু আগুন হলেই হয়...
ডিনা
ডিনা
ডিনামা
এই রে ! দেশলাই আনতেই ভুলে গিয়েছি !
ডিনা
কিছু পুড়ছে !... গন্ধ পাচ্ছি...
ডিনা

যাচ্চলে ! আবার প্রথম থেকে শুরু করতে হবে !

কিস্তি, জেনারেল !

অ্যাঁ ! না, খেয়াল করে কাজ করতে হবে....

কিস্তিমাত,জেনারেল !

কী ! তোমার জেনারেলকে হারাতে চাও, এত স্পর্ধা ?

দুম
দুম
দুম
দুম
দুম

হা ! হা ! হা ! হা !

এটা ঠাট্টা । আমার অফিসারদের ভয় দেখাতে আমি মাঝে মাঝে এটা করি । ওগুলি ফাঁকা কার্তুজ ।

আমার এক সহকারীর কথা মনে এল । আমাকে দাবায় হারাতে আমি পিস্তল বের করলুম...

জেনারেল আলকাজার, তোমার রাজত্ব শেষ ! স্বাধীনতা অথবা মৃত্যু !
ডিনামা

পিস্তল তুলে গুলি করতেই লোকটা অজ্ঞান হয়ে গেল...হা ! হা ! হা ! আর পরের দিনই ওর জন্ডিস... হা ! হা ! হা !
AL
GENERAL
OLIVARO
LIBERTADOR
DE
SANTEODORO
DYNA
সুবিচার হল !
AL
GENERAL
OLIVARO
LIBERTADOR
DE
SANTEODORO
1805-1899
AL
GENERAL
OLIVARO
LIBERTADOR
DE
SANTEODORO
1805-1899
হামলা !
জেনারেলের প্রাসাদ ! ... ওই দিকে !
আবার বিপ্লব ?...
ভয় নেই ! জেনারেল আলকাজারের কিছু হয়নি !
বুদ্ধু ! তুমি জানো দেওয়ালে ডিনামাইট ফাটালে শুধু শব্দই হয় । ওটা পুঁতে দিতে হয়...আবার কেঁচে গণ্ডূষ করতে হবে !
পরদিন সকালে...
হেল্লো ?... জেনারেল আলকাজারের প্রাসাদ ?...কে? ডাক্তার ? জেনারেল কেমন আছেন ? কী বললেন ?... জন্ডিস !
হ্যাঁ, জন্ডিস... শক থেকে হয়েছে, ব্যাপারটা হল...
ঠক
ঠক
ঠক
আসুন !
কে ?

তেল কোম্পানির প্রতিনিধি, নিয়ে আসুন ।

সুপ্রভাত । বসুন ।

কর্নেল, যে জন্য এসেছি... শুনলুম কাল...
মাফ করবেন...
হ্যাঁ, নিশ্চয়...

হেল্লো ?... হ্যাঁ, ক্যাপ্টেন.. কী ? ওরা পালিয়েছে !

বিগ্রহটা হাতে এল বলে !
শিগগিরই টিনটিনের ওপর প্রতিশোধ নিতে পারব !

বলুন, সার... কী বলছিলেন...
এক ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষকদল গ্র্যান চ্যাপো অঞ্চলে তেলের সন্ধান পেয়েছে... গ্র্যান চ্যাপো মরুভূমির কিছুটা আপনাদের রাজ্যে, আর কিছুটা পাশের নুয়েভো রিকো প্রজাতন্ত্রে...

আমাদের কোম্পানি এই তেলের খনির ইজারা চায় । অবশ্য আপনাদের লাভের অংশ দেবে...
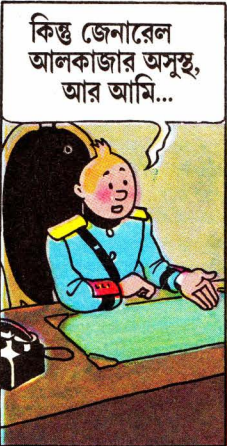
কিন্তু জেনারেল আলকাজার অসুস্থ, আর আমি...

নিশ্চয়, নিশ্চয় । কিন্তু আপনি আমাদের অনেক সাহায্য করতে পারেন । বলেছি তো তেলের খনির কিছুটা নুয়েভো রিকো রাজ্যে । ওই অঞ্চলটা আপনারা দখল করুন ।

কিন্তু... তার মানে তো যুদ্ধ !

তা ছাড়া উপায় কী ? সাপ মারলে লাঠি ভাঙবেই !

আমি কেন এসেছি, এবার তা বলি । জেনারেল আলকাজারকে যুদ্ধে রাজি করাবার জন্য আপনাকে ১০০০০০ ডলার দিচ্ছি । ... রাজি ?

আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ভুল করলেন । যেমন অভিরুচি ! চলি !

বিপজ্জনক লোক ! সব ভেস্তে দিতে পারে । রডরিগেজের সঙ্গে কথা বলতে হবে ।

রডরিগেজ, ওকে সরিয়ে দিলে ১০ হাজার ডলার দেব...
হুজুর, টাকাটা আমাকে দিলে কাজের জন্য নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন..

তা হলে কথা পাকা, পাবলো ? কর্নেল টিনটিনের দুর্ঘটনার জন্য পাঁচ হাজার ডলার...
হ্যাঁ, আজ রাতেই দুর্ঘটনা ঘটবে ।

শাবাশ, র‍্যামন ! টিপটা এমন হলেই টিনটিনের খেলা শেষ !

যাচ্চলে । আবার ফসকেছি ।

ওহ্হ্হ্হ্

ক্ষমা করুন, কর্নেল ! আপনাকে সব খুলে বলব...

র‍্যামন ! কী হল ? চোট লেগেছে ?

কী হয়েছে ? শিগ্‌গির বলো...
উহ্‌ !... আমাকে খুন করেছে !

এখানে বোসো...
উহ্‌ !

উউফ !

কে ? আমাকে খুন করতে কে তোমাকে টাকা দিয়েছে ?
রডরিগেজ... মিঃ ট্রিকলারের লোক...

বুঝেছি... তোমাকে ক্ষমা করলুম ।
ধন্যবাদ, কর্নেল । আমি আজীবন আপনার গোলাম হয়ে থাকব !

মনে হয় সত্যি কথাই বলছে !
ওকে বিশ্বাস কোরো না !

কয়েকদিন বাদে...
জেনারেল সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ফিরে এসেছেন । উনি এখন মিঃ ট্রিকলারের সঙ্গে কথা বলছেন ।

জেনারেল, আপনার ষোলো আনা লাভ । নুয়েভোরিকোর কাছ থেকে তেলের খনি দখল করুন । আমার কোম্পানি তেলের লাভের ৩৫% আপনাকে দেবে । আপনি নিজের খরচ বাবদ ১০% রেখে দেবেন ।

বাহ্‌... আমি রাজি ।
চমৎকার, জেনারেল । আমি জানতুম ।

জেনারেল,একটা কথা... কর্নেল টিনটিনকে বেশি বিশ্বাস করবেন না । এখন আর কিছু বলব না...

চলি, কর্নেল । জেনারেল অপেক্ষা করছেন...

সুপ্রভাত, জেনারেল । সুস্থ জেনে খুশি হলুম ।
আর কী ?

মেজাজ খারাপ মনে হচ্ছে...
ওকে ভেতরে পাঠাও ।

Basil Bazarov
KORRUPT ARMS GMBH

সুপ্রভাত, জেনারেল আলকাজার। এই পথে যাচ্ছিলুম। ভাবলুম সর্বাধুনিক নমুনাগুলি দেখিয়ে যাই।

এটা আমাদের সর্বাধুনিক ৭৫ টি আর জি পি। ছোট্ট একটি নিকেল করা গোলা ১৫ কিলোমিটার দূরে ছুড়তে পারে।

র‍্যামন, গুরুতর ব্যাপার। নুয়েভো-রিকান সেনারা স্যান থিয়োডোরসে ঢুকে সীমান্ত চৌকিতে গুলি চালিয়েছে, রক্ষীদের পালটা গুলিতে ওদের খুব ক্ষতিও হয়েছে। ওরা পালিয়েছে। আমাদের এক কর্পোরালের শুধু ক্যাকটাসের খোঁচা লেগেছে।

বিমানবন্দর...

এখন নুয়েভো-রিকোর রাজধানী স্যান ফার্সিও যাচ্ছি।
খুব ভাল, সার...
LAS DO

LAS DOPICOS

... এবং স্যান থিয়োডোরস সরকারের জন্য ৬০০০০ গোলা সমেত ৬ ডজন ৭৫ টি আর জি পি। দাম ১২টি মাসিক কিস্তিতে।

SANFACION

জেনারেল মোগাদোরের প্রাসাদে যাব।
চলুন, সেনর।

আধ ঘণ্টা পরে...

আবার বিমানবন্দর
হ্যাঁ, সেনর

সেনর বাজারভের নিজের বিমান।
SANFACION

... এবং নুয়েভো-রিকো সরকারের জন্য ৬০০০০ গোলা সমেত ৬ ডজন টি আর জি পি। দাম ১২টি মাসিক কিস্তিতে।

নুয়েভো-রিকো প্রজাতন্ত্র

গোপনীয়

সামরিক কার্যালয়

প্রিয় কর্নেল টিনটিন,
স্যান থিয়োডোরস সরকারের সংগৃহীত ৭৫ টি আর জি পি-র নকশা আমরা নির্বিঘ্নে পেয়েছি ।
প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আপনার ফি পাবেন ।

এক্স. ১৪

CALLE DE ALCALA
এই আমার হুকুম : কাল সকালে কর্নেল টিনটিনকে গুলি করে মারা হবে, আর আমার প্রাক্তন পার্শ্বচর ডায়াজ কর্নেল হয়ে এখনই কাজে যোগ দেবে।
বুম
আবার জেল ! আমার যদি ভুল না হয়, এটা বন্ধু ট্রিকলনের ষড়যন্ত্র।
না ! পালানো সহজ হবে না...
রাত হল, এখনও কোনও উপায় মাথায় এল না...নিশ্চয় কিছু উপায় আছে...
তারটা টানুন, সঙ্গে একটা দড়ি আছে। দড়িটা শিকের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধুন। শিক সরে গেলে জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়ুন।
বাহ্, দড়ি এসে গেছে...
ওই যে ওর সঙ্কেত ! টানো !
!
হেল্লো ?
লাফ দিন ! জলদি !

জলদি আসুন ! ওরা বিপদসঙ্কেত দিয়েছে !
পাবলো, আপনার ঋণ ভুলব না !
আসুন...জলদি !
ভয় নেই ! ওদের নিশানা ঠিক নেই !
এই গাড়ি নিয়ে চলে যান । কাল দুপুরে আপনি সীমান্তের ওপারে । আমার জন্য চিন্তা নেই । আমাকে ধরতে পারবে না । বিদায়, সেনর টিনটিন ।
বিদায়, পাবলো । আমি ভুলব না...
আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন তা ভুলব না !
হেল্লো ? ...অ্যাঁ ? পালিয়েছে ? ওকে আবার ধরো, নইলে জেলের সব রক্ষী মরবে !
ওদের চাপা দেওয়া যাবে না... থেমে যা হয় করব...
চমৎকার ! ওরা রাস্তা থেকে সরে গেছে !
?!?
সর্বনাশ ! ও তো সে !

টিনটিন দক্ষিণ দিকে গেছে !
লাশ হলেও ওকে চাই ?
পরদিন সকালে...
ওই যে !!
ওই যে সে !... গুলি চালাও !
র‍্যাট
ট্যাট
ট্যাট
হতভাগারা ! পিছু নিয়েছে !
ক্র্যাক
?
টুউউউউউট
খাসা ! ট্রেন আসছে !! ওকে ধরেছি ! সামনে রেল লাইন । না থামলে ও গুঁড়িয়ে যাবে !
বন্ধু টিনটিন, এবার হয় মুক্তি নয় মৃত্যু...

ও পালাচ্ছে... !!
বোকাটা !
উফ
খুব বেঁচে গিয়েছি... তাই না, কুট্টুস ?
জোরে চালাও ! পাহাড়ে ওকে ধরব ।
পাহাড় ! বিপদ ! ওদের গাড়ি বেশি শক্তিশালী, আমাদের ধরে ফেলবে...
টিনটিন ! আমাদের মেরে ফেলবে !
ও নীচে পড়ে গেছে...
ইস্ ! কত নীচে !

এখানে দাঁড়াচ্ছি, নামব কেন ? ওর ব্যবস্থা তো হয়েছেই, তাই না ?
যা বলবে... গিয়ে দেখে আসছি...
ওই তো । আমরা লাস ডোপিকসে ফিরে যেতে পারি । কর্নেল টিনটিনের জন্য ।
ভ্রু রু রু উম
?
কী হচ্ছে ওখানে ?
আমাদের গাড়ি !
!
ও... ও নিশ্চয় পাথরের আড়ালে লুকিয়ে আছে । ওকে আসতে দেখিনি...
সীমান্তে ও ধরা পড়বে । এখান থেকে খুব দূরেও নয় । ওখানেই ওকে পেয়ে যাব, চলো ।
?
সরকারি গাড়ি !

গাড়িটা আটকে দিলে ধরা পড়ে যাব... তা হলে খতম !

পা র্ প প...

দুম !

!

হ্যালো, সীমান্ত চৌকি থার্টিওয়ান?... টহলদার নং চার বলছি... স্যান থিয়োডোরসের একটা মেশিনগান লাগানো গাড়ি এখনই এখান থেকে তীব্র গতিতে সীমান্তের দিকে গেল।

লাল সঙ্কেত ! স্যান থিয়োডোরসের সাঁজোয়া গাড়ি আসছে... নজর রাখো !

?
রা রা টা টা টা টা

কুট্টুস, নজর রাখ। ওরা আমাদের গাড়ির টায়ার লক্ষ্য করে গুলি চালাচ্ছে।

একটা সাঁজোয়া গাড়ি ৩১ নং সীমান্ত চৌকিতে হানা দিয়েছিল। গাড়িটা ধ্বংস হয়েছে, আরোহী এক কর্নেলকে বন্দি করা হয়েছে।
স্যান ফার্সিও-তে
জেনারেল !...জেনারেল ! টেলিফোনে এই খবরটা এখনই এল।
"সাঁজোয়া গাড়ি..." !!! এবার তবে যুদ্ধ, এটাই ওরা চায়। যা চায়, পাবে !
এই বিবৃতিটা খবরের কাগজগুলোয় পৌঁছে দাও। আমি চাই এক ঘন্টার মধ্যেই বিশেষ সংস্করণগুলো যেন রাস্তায় পাওয়া যায়।
স্যান ফার্সিও স্টার !... অতিরিক্ত !... স্যান ফার্সিও স্টার !
যুদ্ধ ! যুদ্ধ ! স্যান-থিওডোরিয়ান সেনারা, সাঁজোয়া গাড়ি হঠাৎ আক্রমণ করেছে, তবে আমাদের সেনারা তাদের হটিয়ে দিয়েছে,শত্রুপক্ষের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে !
লাস ডোপিকস আমরা আসছি।
আলকাজার মুর্দাবাদ !
আলকাজার নিপাত যাক !
হ্যালো ? মিঃ, ট্রিকলার ? জয়...। নুয়েভো-রিকানরা যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। সীমান্তে নতুন কিছু ঘটনার জন্য...
গ্রান চাপো ফিল্ড্স আমাদের !...আবার আমেরিকান অয়েল জেনারেল ব্রিটিশ দক্ষিণ আমেরিকান টহলদারদের ওপর আক্রমণ হেনেছেন।
দিন পনেরোর মধ্যে গ্রান চাপো নুয়েভো-রিকানদের হাতে আসবে। তখন আশা করি,প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে যাবেন না।
প্রথম সুযোগেই পালিয়ে যাব, আর...
...আবার বিগ্রহটার খোঁজ করব।

এদিকে...
...আমার কী হবে ?
জানি না। তোমাকে স্যান ফাসিঁও নিয়ে যাওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে আমাদের...
হায় রে, কুট্টুস ? ...চুপচাপ থাক।
মুক্তি !
এই তো, এবার ঝাঁপ দেব !
দুম !
দুম !
দুম !
দুম !
ভৌ-উ-ও !
ঝপাং !

গুলি চালিয়ো না ! ও নাগালের বাইরে। ওকে যেতে দাও, স্রোতে ভেসে যাবে...
ওই পাথরটায় পৌঁছতে না পারলে বিপদ !
উ আ !
হুই
এখন কী করার আছে ?
?
গাছের গুঁড়ি !...এটাই ধরতে হবে... একমাত্র সুযোগ !
আ, এটা দেখছি ঘুরপাক খাচ্ছে !

এই তো...আমরা ওপারে যেতে পারি...ভাগ্য সহায় !

কুটুস, এখন আমরা নিরাপদ !

প্রথমেই জানতে হবে, কোথায় এলাম..

ইতিমধ্যে...
কারাম্বা, শোনো কী লিখেছে, রামন...

সমুদ্রে নাটক । গত রাতে 'ভিলে দ্য লিয়ঁ' জাহাজে আগুন লেগে যায় । সংবাদসংস্থার খবর, যাত্রী ও কর্মীরা নিরাপদ । মালপত্র সব নষ্ট হয়ে গেছে ।

বিগ্রহ ! বিগ্রহটা পুড়ে গেছে !
যদি না...যদি না এই টিনটিন মিথ্যে...

শেষপর্যন্ত একটা বাড়ি !

ও পথ হারিয়ে আশ্রয় খুঁজছে ? ওকে নিয়ে এসো...

এর মালিক ডন জোস ট্রুজিল্লো উনি খুব আনন্দের সঙ্গে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছেন ।

সেই সন্ধ্যায়...
তা হলে নদীর নাম কলিফ্লর ? কলিফ্লরের তীর বরাবর আরামবায়ারা থাকে না ?

হ্যাঁ । তবে ও-পথে যাওয়ার সাহস কম লোকেরই আছে । দক্ষিণ আমেরিকায় আরামবায়াদের চেয়ে ভয়ঙ্কর কেউ নেই । শেষ চেষ্টা করেন ব্রিটিশ অভিযাত্রী রিজওয়েল । ১০ বছরেরও আগের কথা । ওঁকে আর দেখা যায়নি ।
ও !

আপনার কি মনে হয়, কেউ আমাকে ওখানে নিয়ে যেতে পারে ?
?

পরের দিন সকালে...
নাম কারাকো। নদীর খোঁজ রাখে। মনে হয় না, ও যাবে।

আমি নদীর মোহানায় যেতে চাই। তুমি আমার গাইড হবে?
কী, সেনর?

আমি আরামবায়াদের কাছে যেতে চাই।
!

আরামবায়া! খুব বাজে লোক। না, কারাকো যাবে না।
ভিতু!

দাঁড়াও, কারাকো। ভেবে দ্যাখো, এত টাকা দিচ্ছি...

কারাকো যাবে। কারাকো গরিব। সেনর কারাকোর নৌকোটা কিনবেন।
আমিই কিনব।

কারাকো এক শ্বেতাঙ্গকে চেনে। তিনিও আরামবায়াদের কাছে যেতে চেয়েছিলেন। বহুদিন আগে। আর-এক শ্বেতাঙ্গ ...
জানি, উনি আর ফিরে আসেননি...
তোমার চিন্তা হচ্ছে না?

দিনকয়েক পরে...

রাত হয়ে এল, সেনর।
হ্যাঁ, এবার থামতে হবে।

কাল আমরা আরামবায়াদের দেশে পৌঁছে যাব।

শুভরাত্রি, সেনর...
শুভরাত্রি, কারাকো!

পরের দিন সকালে...
কারাকো কোথায়?

নৌকোটা তো ওখানেই আছে...

কারাকো !

চলে গেছে । এখন বুঝতে পারছি, সে কেন নৌকোটা আমাকে কিনতে বলল...যাতে আমি একা যেতে পারি !

এখন আরও সাবধান হতে হবে !
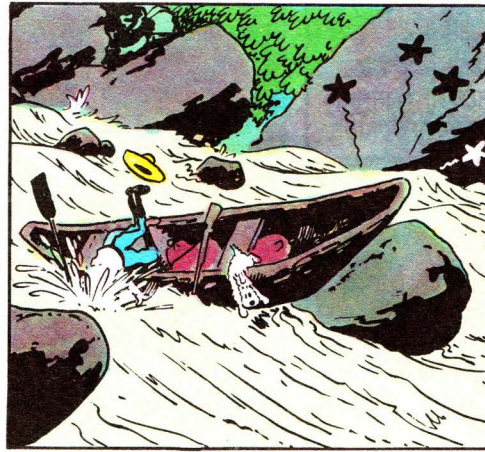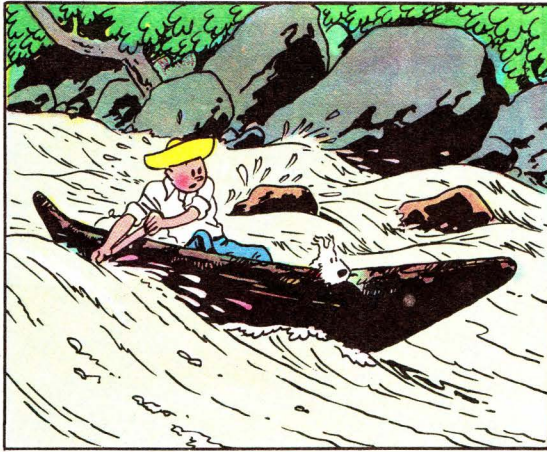
নৌকো ! নৌকো, বন্দুক, খাবার !... সব গেল !
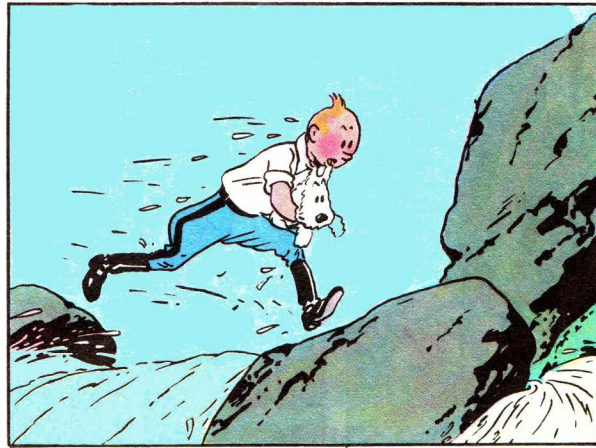
এবার সত্যিই মুশকিল ! বন্দুক নেই, খাবার নেই, এই বৈরী দেশে... আর আমি একা ।
! ? ! আমি বুঝি কেউ নই ?

মনে হচ্ছে, কেউ আমাদের লক্ষ করছে...
তো...তো... তোমার কি তা'ই ধারণা ?...

ওঃ !

একটা ডার্ট ! নিশ্চয় বিষ মেশানো !...মনে পড়ে কুট্টুস ? ... কুরারে !
?!?
এখন আর কিছু কানে আসছে না । নিশ্চয় ওদের ভাবিয়ে তুলেছি...
?
কাপুরুষের দল ! ভয় না পেলে বেরিয়ে এসো !
টিনটিন, মারা পড়বে !
উঃ ঃ
!
বিরাট সাপ
এক শ্বেতাঙ্গ
কে তুমি ? এখানে এসেছ কেন ?
আমার নাম টিনটিন... কে....আপনি ?
আমার নাম রিজওয়েল ।
অভিযাত্রী রিজওয়েল ? সবাই জানে আপনি মারা গেছেন ।
পরিহাসের কথা । নাকি কাজটা ভালই, আমি আর সভ্য জগতে ফিরব না বলে ঠিক করেছি... আরামবায়াদের মধ্যে ভালই আছি, ওদেরজীবন ভাগ করে নিয়েছি....
কাদের অস্ত্র নিয়েছেন ? ডার্ট ছুড়ছিলেন কেন ?

তুমি যাতে চটপট চলে যাও তার জন্যই এটা করতে হয়েছে। বিশ্বাস করো, তোমাকে ... একটার বেশি ডার্ট লাগত না। ওই বড় ফুলটা দেখছ?
হ্যাঁ।
দারুণ শট!
উঃ আ আ!
?
উঃ! আমি দুঃখিত!
উঃ আ আ!
চিন্তা কোরো না, ওতে বিষ নেই। এই রুমালটা নিয়ে ব্যান্ডেজ বাঁধো।
এবার বলো, এখানে এলে কী করে....
অভিযাত্রী ওয়াকারের আনা এক আরামবায়া বিগ্রহ ইউরোপের জাদুঘর থেকে চুরি যায়। বদলে একটা নকল বিগ্রহ রাখা হয়। আমার নজরে পড়ে। আসল বিগ্রহ ও চোরকে খুঁজছে আরও দু'জন লোক।
লোকদুটোর পিছু নিয়ে দক্ষিণ আমেরিকায় পৌঁছেছি। ওরা মূর্তিচোরকে মেরে ফেলে মূর্তিটা চুরি করে নেয়। এই মূর্তিটাও নকল। আসল মূর্তিটা খুঁজছি, জানি না, ওটা কোথায়!
প্রথম চোর টর্টিলা ও তার দুই আততায়ী ঠিক কী চাইছিল, তাও জানি না। ওরা বিগ্রহটা চাইছিল, কিন্তু কেন, সেটাই রহস্য! তাই ভাবলাম, এখানে হয়তো...
.... আরামবায়াদের কাছে আমি হয়তো নতুন কিছু খবর পাব।....
পেতেও পারো। অসম্ভব নয়.....
রামবাবা!....আরামবায়াদের চিরশত্রু!....

ওরা আমাদের কী করবে ? খুব সোজা, আমাদের মুণ্ডু কেটে সেগুলো ওদের নিজস্ব কৌশলে আপেলের মতো ছোট করে ফেলবে !
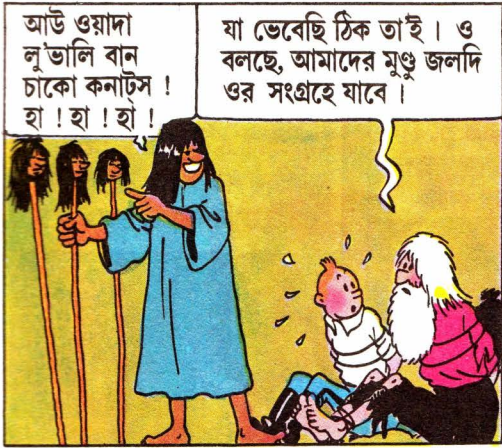
আউ ওয়াদা লু'ভালি বান চাকো কনাট্স ! হা ! হা ! হা !
যা ভেবেছি ঠিক তা'ই । ও বলছে, আমাদের মুণ্ডু জলদি ওর সংগ্রহে যাবে ।

ওরা চলে গেছে...কুট্টুস টিনটিনকে বাঁচাতেই হবে ।

আরামবায়া গ্রামে এটা দেখাতে পারলে ওরা হয়তো ভাববে এর মালিক বিপদে পড়েছে ।

ওদিকে আরামবায়া গ্রামে...
অশরীরী আত্মারা বলছে, তোমার ছেলেকে বাঁচাতে হলে, বনে প্রথমে যে প্রাণীটিকে দেখবে, তার হৃৎপিণ্ড ওকে খাওয়াতে হবে...
যাচ্ছি, একটাকে যদি পাই !

অদ্ভুত প্রাণী !...ওর মুখে ওটা কী ? তূণ ! কী কাণ্ড...ওকে জ্যান্ত ধরব...
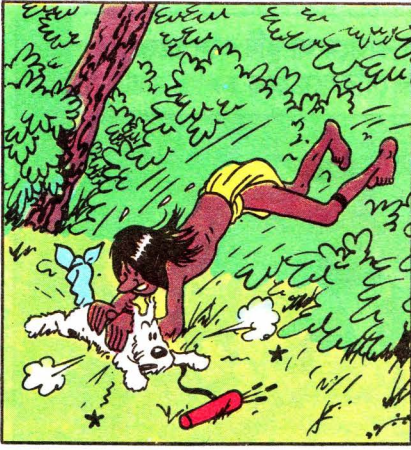
ওঝা, দেখুন এই কাপড় ও তূণটা দাড়িঅলা বুড়োর, বুড়ো বোধ হয় বিপদে পড়েছে ?
যা করছিলে তা'ই করো !... প্রাণীটা আমাকে দিয়ে সরে পড়ো । ওকে মেরে ওর হৃৎপিণ্ড তোমার ছেলেকে খাওয়াব.... এখন যাও !
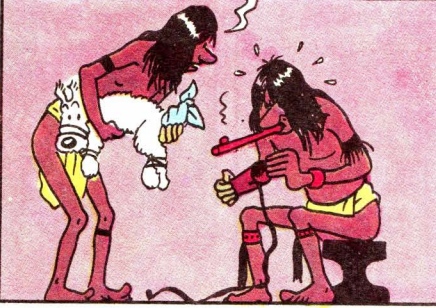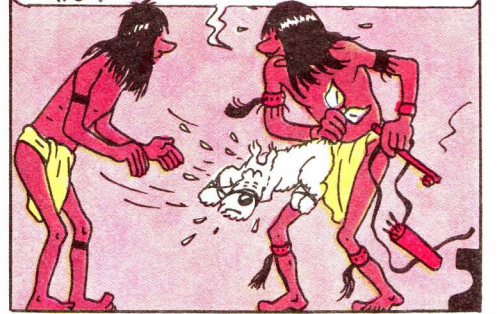
এ নিয়ে যদি মুখ খোলো, আমি আত্মাদের ডাকব, তুমি ও তোমার পরিবারের সবাই ব্যাঙ হয়ে যাবে !
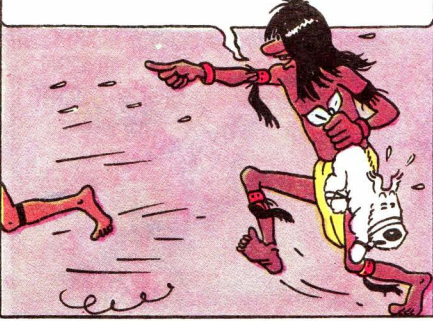
ফাঁড়া কেটে গেছে ; ও মুখ খুলবে না... তবে ও ঠিক কথাই বলেছে । দাড়িঅলা হয়তো বিপদে পড়েছে । মরুক গে ! তা হলে আরামবায়াদের ওপর আমার ক্ষমতা ফিরে পাব । প্রাণীটাকে মারার আগে এগুলো পুড়িয়ে ফেলি ।

বনের মহান আত্মারা, এই দুই বিদেশিকে তোমার কাছে বলি দিতে এসেছি ।

রামবাবাদের প্রধান, দাঁড়াও । তোমার বলি বনের আত্মারা গ্রহণ করবে না ।

বনের বন্ধু এই দুই বিদেশি । ওদের ছেড়ে দাও !
দি-দি-চ্ছি, হ্যাঁ...

ইন্দ্রজাল..... ডাকিনীবিদ্যা !

ইন্দ্রজাল ? ... আমি কথা বলছিলাম বুঝতে পারোনি ? ... আমি নানাভাবে কথা বলতে পারি । ছোট্ট বন্ধু, এটা আমার হবি ।
হা ঈশ্বর !

আরামবায়া ভাই, তোমরা একটা দারুণ ঘটনা ঘটতে দেখবে...
আমি গেছি !
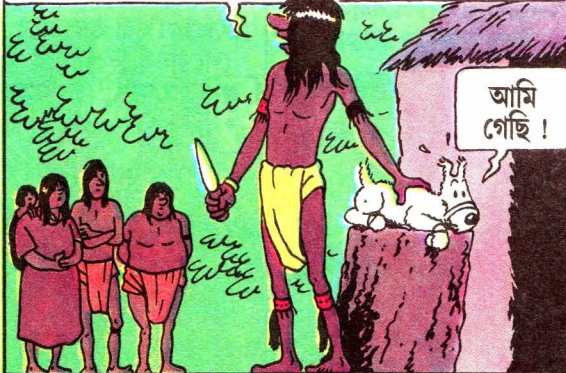
এই প্রাণীর হৃৎপিণ্ড কেটে বের করে আমাদের অসুস্থ ভাইকে দেব, হৃৎপিণ্ডটা তখনও ধুকপুক করবে ...

ইয়া-য়া

সেই দাড়িঅলা বুড়ো !

শয়তান ! ভাগ্যিস কারামেলো তুমি এসে পড়েছ... না হলে আমাদের দেরি হয়ে যেত ।

আরামবায়াদের প্রধান আভাকুকির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই ।
ওয়ার ইয়া ? তিস গুট্টা মিচা মই 'তি
আমি কৃতজ্ঞ

নালুক ।দারেম মেস্বা দাবরা নাই দাল ? টিনটিন জলুক ইনফু রিত ।
দাবরা নাই দাল ? ওই,ওই ! স্লাইকা তোলজ্যা । দাতরাই বি'গিভ দাবরা নাই দাল তা' ওয়াকার । এনেফদা আরামবায়া কেত চিমদাই লাভিস গাত্সফা গাতা'জ নোমেস ইন'হ !

বিগ্রহের ব্যাপারে ওঁর কাছে খোঁজ নিলাম । ও যা বলল... তোমার কাজে লাগবে ।
বলুন, শুনি !

?
?

নিতউইত্স !

কোরলাভ আদুক ! আই তোলজা অহিত্তা ফারলিপ ইনবল ইনতাদা ও'ল ! আনদাতদোন মিনিস ফারলিপ ইনইয়ার ও'ল !

ওদের গলফ খেলা শেখাচ্ছিলাম । ভুল হয়েছে । ওরা ভালভাবে শেখেনি !
!

বিগ্রহের কথাটা বলি । ওয়াকারের অভিযানের কথা আজও প্রবীণ আদিবাসীদের মনে আছে । বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে বিগ্রহটা ওরা ওয়াকারকে দিয়েছিল । কিন্তু অভিযাত্রীরা চলে যাওয়ার পরেই...

কয়েকদিন পরে...

ইতিমধ্যে...

হ্যাঁ। ট্রাঙ্কে রাখা তোমার মূর্তিটাও নষ্ট হয়ে গেছে... এর জন্য তুমি দায়ী, তোমাকে এর মূল্য দিতে হবে!

না, আমি তো বলেছি আসল মূর্তিটা ওখানে ছিল না...

ওহো ! তুমি তা হলে মিথ্যা বলেছিলে । এখন বলো, ওটা কোথায় ?
আগেই বলেছি, আমি কিছু জানি না ...

মন দিয়ে শোনো । একটামাত্র গুলি আছে । এক, দুই, তিন গুনব । না বললে গুলিটা তোমার জন্যই খরচ করা হবে ।
এক ! দুই ! ...

ওই দ্যাখো ! একটা সাপ !!! ...
কোথায় ?

উঁহুহু
এখানে ।

ওঃ

করাম্বা !!!
!?

হা ! হা ! হা ! এবার তোকে পেয়েছি ! ...
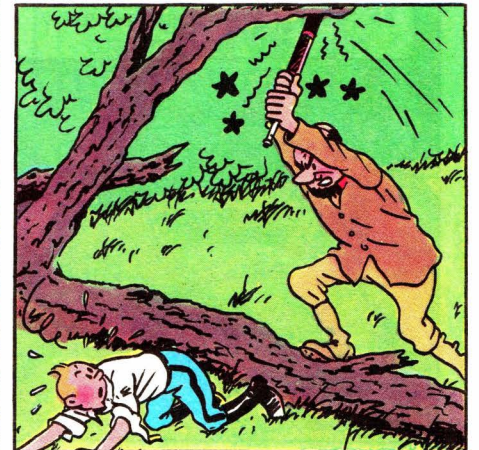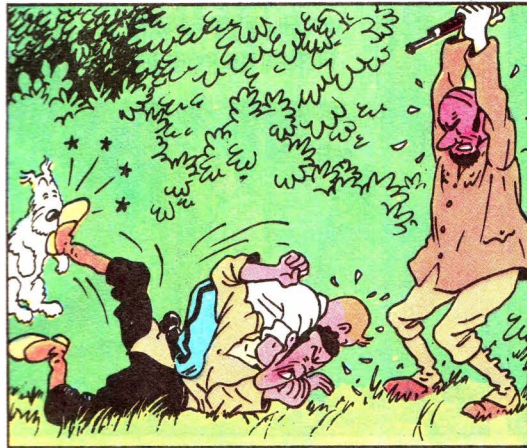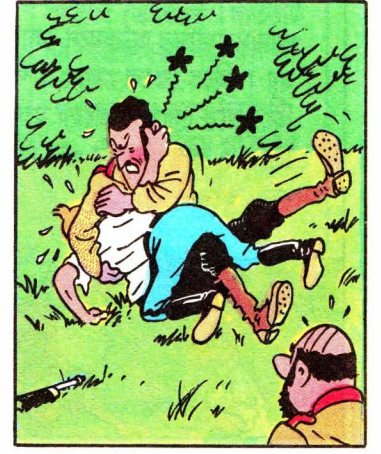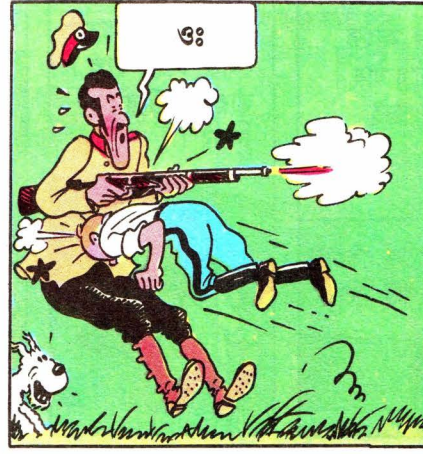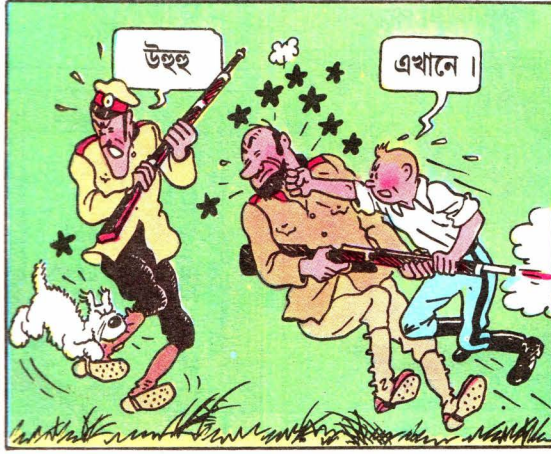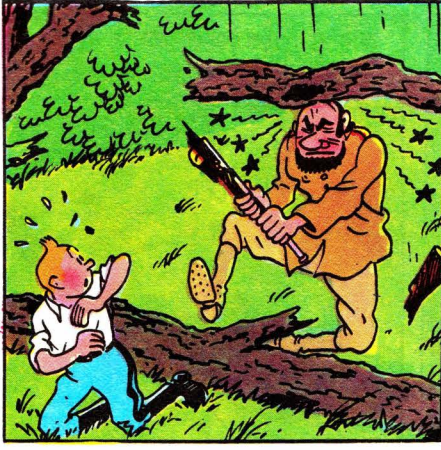
যাক ! এদের একটা ব্যবস্থা করা গেল । দেখি মানিব্যাগে কী আছে ।

ওহো !

আমি মারা যাচ্ছি
ওয়াকার অভিযান
হিরে
বিগ্রহে
কানভাঙা
লোপেজ

চিরকুটটা কোথায় পেলে ?... বলো !

ইউরোপে ফেরার পথে জাহাজে টর্টিলা দিয়েছিল । তবে কী লেখা আছে, বুঝতে পারিনি । টর্টিলা ওই জাহাজেরই যাত্রী । জাদুঘর থেকে বিগ্রহ চুরির খবর জানার পর চিরকুটের অর্থ বুঝতে পারলাম... ঠিক করলাম টর্টিলার কাছ থেকে বিগ্রহটা হাতিয়ে নেব ।

চমৎকার ! ...টর্টিলা কী করে চিরকুটটা পেল, সেটাই শুধু জানা হল না । টর্টিলা মারা গেছে, তাই এটা আর জানাও যাবে না ! ...এবার যাওয়া যাক ।

চুপচাপ এগোও

কী করতে চাও তুমি ?
তোমাদের কাঠগড়ায় দাঁড় করাব । এটাই তোমাদের পাওনা ।

কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে ? ..হা ! হা ! হা !
!

গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল ? ...কাজটা ভাল করোনি বন্ধু...
?
এবার টের পাবে ।...

তবে রে !
শাবাশ !

আর উঠতে হচ্ছে না ।...
খতম ! আলোন্সো দ্যাখো, কয়েকটা মানুষখেকো পিরানহা এসে গেছে । ওকে ছিঁড়ে খাবে ।

কারাম্বা ।ওকে জোরে আঘাত করিনি । দ্যাখো, ও সাঁতরে ডাঙায় উঠেছে...
ভেবে লাভ নেই । ওর আগেই সানফাঁসিয়ো পৌঁছব...
এখন আর ওদের ধরার চেষ্টা নেই...
কুট্টুস, কাজটা কঠিন । এবার হেঁটে যেতে হবে ।
যাওয়া যাক !
কয়েকদিন পরে...
শেষপর্যন্ত সানফাঁসিয়ো এসে পৌঁছলাম । ভাবিনি, পৌঁছতে পারব ।
ইউরোপ যাবেন ? গতকালই জাহাজ ছেড়েছে । সপ্তাহখানেক অপেক্ষা করতে হবে ।
পুরো একটা সপ্তাহ ? এই ক'দিন বরং বিশ্রাম নিয়ে সব ঠিকঠাক করে নিই...
কুট্টুস, শোন !... ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা দল সবে গ্রান চাপো থেকে ফিরে জানিয়েছে, ওখানে তেল পায়নি...
এক সপ্তাহ পরে...
খবর...সান থিয়োডোরোস ও নুয়েভো-রিকো সেনাদের মধ্যে যুদ্ধবিরতি । অদূর ভবিষ্যতে শান্তিচুক্তি হতে পারে ।
আবার বাড়ি ফিরে বেশ ভাল লাগছে, কুট্টুস । এখন শুধু বিগ্রহটা খুঁজে বের করা দরকার ।
ANTIQUES
?

কী কাণ্ড !...
ভাবা যায় না !
এর খোঁজেই হাজার-
হাজার মাইল পাড়ি
দিয়েছি !

১০০ পাউন্ড...শস্তা...
কিন্তু জানতে হবে
বিগ্রহটা পেল কী করে...

! ? ! ভুল হয়নি। দুটো মূর্তিরই
কান ভাঙা। অবিশ্বাস্য ! সত্যিই
অবিশ্বাস্য !

জানতেই হবে ওগুলো
কোত্থেকে এল !

সুপ্রভাত। অনুগ্রহ করে বলবেন
কে ওই মূর্তিদুটো এনেছে ?
ছোট ওই দুটো মূর্তি ?...
কে আমাকে এনে
দিয়েছে ?...

যাক, শেষপর্যন্ত ঠিকানা পেলাম...
মিঃ বালথাজার, ৩২ ল্যাম্ব'স লেন...
কাছেই। সোজা ওখানে যাব...

জে. বালথাজার
32
এসে গেছি।

অফিস
ও
কারখানা

এই তো,
এখানে !
অফিস
ও
কারখানা

আপনিই কি মিঃ বাল্থাজার? সেই ভাস্করের ভাই, যিনি ?...
হ্যাঁ । কী চান ?

যে মূর্তিটা আপনি মডেল হিসেবে ব্যবহার করেছেন, সেটা কোথায় পেলেন, তা হয়তো বলতে পারবেন ।
সহজ কথা । ভাই মারা যাওয়ার পর ওর জিনিসপত্র তন্নতন্ন করে খুঁজে এটা পেয়েছি । ছিল সিন্দুকের তলায় । কিন্তু জানতে চাইছেন কেন ?

সে অনেক কথা । ... আসল মূর্তিটা এখনও আপনার কাছে আছে ?

মজার কথা । ঠিক এই প্রশ্নটাই আর একজনও আমাকে করেছে...মাত্র তিনদিন আগে... না, ওটা নেই । যাকে ওটা বিক্রি করেছি, তার ঠিকানাটা বলতে পারি ।

স্যামুয়েল গোল্ডবার...ধনী আমেরিকান কুটুস, এবার আসল মূর্তিটা উদ্ধার করব ।

মিঃ গোল্ডবারের সঙ্গে দেখা করতে চাই ।
উনি এখন বাড়ি নেই ।

কিন্তু, শুনুন, আমি আপনাকে যেতে দিতে পারি না...
ঠিক আছে, আমি অপেক্ষা করব ।

অনেকক্ষণ আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে...
কিছু যায়-আসে না । হাতে অনেক সময় আছে ।

গোল্ডবার, আমেরিকা রওনা হয়ে গেছেন ।
আমেরিকায় রওনা হয়েছেন !!!ও !!!

এস. এস. ওয়াশিংটন জাহাজে যাচ্ছেন... চটপট গেলে হয়তো...

মূর্তিটা নিশ্চয় উনি সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন । এখন আমার ভাগ্য !

শু-নু-ন... এস. এস ওয়াশিংটন ?

আপনার দেরি হয়ে গেছে । একঘণ্টা আগে জাহাজ ছেড়েছে ।

যদি ওই জাহাজে যেতে চান, তা হলে বিমানঘাঁটিতে গিয়ে... দূরেও নয়...
NO EN
EXCEP
...ওয়াশিংটন জাহাজে যেতে চান ? হুম... একটা বিমান কিছু চিঠিপত্র ওই জাহাজে পৌঁছে দিতে যাবে...
মধ্যাহ্নভোজের সময় হল। শুনুন, প্রথম ঘণ্টি !...
উনিই গোল্ডবার। খেতে যাচ্ছেন। এটাই সুযোগ!
৪২
রামন ! ...রামন ! এই দ্যাখো, পেয়েছি !

ডাকবিমান এসে গেল...

হিরেটা গেল কোথায়
মূর্তির ভেতরে আছে নিশ্চয়...

অ্যালন্সো, আর এখানে থাকা ঠিক হবে না...কেউ এসে পড়তে পারে। মূর্তিটা বরং আমাদের কেবিনে নিয়ে গিয়ে দেখি...

একজন যাত্রী এসেছেন দেখছি...

এখনই আপনাদের এক যাত্রীর সঙ্গে কথা বলতে চাই... গোল্ডবার।
মিঃ গোল্ডবার ? ওঁকে প্রথম শ্রেণীর ডাইনিং রুমে পাবেন।

আশা করি ঠিক সময়ে এসেছি !

!
?
টিনটিন !

হাত তোলো !...

ওঃ !
হিরে !

ওই তো হিরে !
ওটা জলে পড়ে যাবে !

আর পাওয়া যাবে না... তুমি দায়ী...
তোমাকে এর মূল্য দিতে হবে !
আ !
উ
দুম
দুম
বাঁচাও
তিনজন লোক
এখানে ! ...
?!
শুনলাম তিনটে
লোক জলে ডুবেছে...
ওরা একজনকে
জল থেকে তুলল
বাকি দু'জন ?... কী হল
ওদের ?...
... ডুবে গেছে !

উঃ ! আমার মূর্তি ! সুন্দর মূর্তি !
?

মিঃ গোল্ডবার ?...খুব খারাপ লাগছে, আপনার মূর্তিটা ভেঙে গেল । আপনার অনুমতি পেলে সব ব্যাখ্যা করে জানাব...
?

...শুনুন, ওটা ছিল চুরি-করা একটা মূর্তি ।
চুরি করা ! ...কিন্তু...

হ্যাঁ, জানি কোথায় ওটা কিনেছেন । আমার দৃঢ় ধারণা, লোকটি সরল বিশ্বাসেই আপনাকে এটি বিক্রি করেছিল..

যদি তাই হয়, তা হলে আর এক মুহূর্তও মূর্তিটাকে আমি কাছে রাখতে চাই না । ফেরার সময় আপনি যদি ওটা মিউজিয়মে জমা দেন, আমি কৃতজ্ঞ থাকব ।

OF ETHNOGR

ডিরেক্টরের সঙ্গে দেখা করতে পারি?

কুট্টুস, প্রিয় বন্ধু, অনেক খাটনি গেছে, এবার আমাদের ছুটি !
উয়া ! উয়া

টোরিয়াডোর, জেগে আছে, টোরিয়াডোর ! টোরিয়া-ডোর !
N°3542
আরামবায়া বিগ্রহ
আরামবায়া উপজাতির লোকেরা থাকেন দক্ষিণ কলোরাডোয় ।

অ্যার্জে-র দুঃসাহসী টিনটিন

বাংলায় টিনটিন কমিক্স সিরিজের বই

দুঃসাহসী টিনটিন-এর আরেকটি কমিক্স

হাঙরহ্রদের বিভীষিকা

অ্যার্জে-র অন্যান্য কমিক্স

জো-জেট জোকোর অ্যাডভেঞ্চার

কারামাকোর অগ্ন্যুৎপাত

গন্তব্য নিউইয়র্ক

গোখরো উপত্যকা

জন পাম্পের উত্তরাধিকার

ম্যানিটোবা জাহাজের রহস্য

9 788172 155742